সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় মন্ত্রণালয় পরিচিতি	০১-৪৬
দ্বিতীয় অধ্যায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৪৭-৬৭
তৃতীয় অধ্যায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৬৮-৮২
চতুর্থ অধ্যায় জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)	৮৩-৮৪
পঞ্চম অধ্যায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	৮৫-৮৬
ষষ্ঠ অধ্যায় স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৮৭-৯২
সপ্তম অধ্যায় সেবা পরিদপ্তর	৯৩-৯৭
অষ্টম অধ্যায় ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি)	৯৮
নবম অধ্যায় যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো)	৯৯-১০১
দশম অধ্যায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	১০২-১৫৪
একাদশ অধ্যায় রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ (আরসিএইচসিআইবি)	১৫৫-১৬০
দ্বাদশ অধ্যায় জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম (এনএনপি)	১৬১-১৬৮
ত্রয়োদশ অধ্যায় স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ও জিএনএসপি ইউনিট	১৬৯-১৭২
চতুর্দশ অধ্যায় মানব সম্পদ উন্নয়ন ইউনিট	১৭৩-১৭৯
পঞ্চদশ অধ্যায় সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা (Social Health Insurance)	১৮০-১৮২

তৃতীয় অধ্যায়

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

ভূমিকা

জনসংখ্যা এবং উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কেননা একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অপরিহার্য শর্ত, জনগণের জীবনমান উন্নয়ন। এক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। একটি দেশের জনগণ একদিকে যেমন উৎপাদক ও সামাজিক উন্নয়নের মূল হাতিয়ার, অন্যদিকে উক্ত জনগণ ভোক্তা। তাই রাষ্ট্রের জনকাঠামোর সাথে সম্পদের সঠিক বিতরণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। প্রয়োজন সামাজিক মূল্যবোধ, আচার-আচরণ অর্থাৎ সামগ্রিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে দেশের জনগণের মধ্যে সু-সমন্বয় নিশ্চিতকরণ। কিন্তু বাস্তবতা হলো বর্তমানে অধিক জনসংখ্যার কারণে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ। কারণ বাড়তি জনসংখ্যার সাথে সীমিত সম্পদের সমন্বয় সাধন কঠিন হয়ে পড়েছে। এই বাড়তি জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা না গেলে তা দেশের জন্য একটি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

জনসংখ্যার পরিসংখ্যান বিবেচনায় বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহীতার হার বৃদ্ধি, প্রজনন হার ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস ইত্যাদি কার্যক্রমের গতি বাড়লেও জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে বাংলাদেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য অপরিহার্য শর্ত জনসংখ্যার সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বিষয়ে বাংলাদেশে ১৯৫৩ সালে প্রথম বেসরকারিভাবে উদ্যোগ গৃহীত হয়। সরকারিভাবে এ কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬৫ সালে। ১৯৭৫ সালে মা ও শিশু স্বাস্থ্যভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম শুরু হয়। বন্ধ্যাকরণ কার্যক্রম ১৯৭৬ সাল থেকে জোরদার করা হয় এবং ৮০-এর দশকে এ কার্যক্রম সর্বোচ্চ সফলতা অর্জন করে। সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৫৫.৮ এ উন্নীত হয়েছে। মোট প্রজনন হার (Total Fertility Rate-TFR) হ্রাস পেয়েছে এবং বর্তমানে এর হার ২.৭। তবে এ সফলতা জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য যথাযথ পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের উন্নয়নে এখনও অন্তরায়। BDHS-2007-এর হিসাব অনুযায়ী জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৫৩ জন, বাংলাদেশ বিশ্বে সর্বাধিক জনবহুল দেশসমূহের অন্যতম। এছাড়াও বনভূমি ও চাষযোগ্য জমি, বায়ু ও পানি দূষণ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, অপর্যাপ্ত বাসস্থান বেকারত্ব, অপুষ্টি এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতের ধীর অগ্রগতি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার অন্তরায় সৃষ্টিকারী সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম।

এ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে ২০১১ সালের মধ্যে প্রতিস্থাপনযাগ্য জনউর্বরতা (Replacement Level) অর্জন করা গেলেও ২০১৫ সালে জনসংখ্যা হবে প্রায় ১৭.৫ কোটি এবং ২০২৫ সালে তা বেড়ে ১৯.৬ কোটিতে উন্নীত হবে। এছাড়াও এ সময়ে ৬০ বছরের উর্ধ্বে লোকের সংখ্যা হবে ১৬ মিলিয়ন, অর্থাৎ জনউর্বরতা হ্রাস পেলেও বয়স্ক লোকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য বিরাট হুমকি।

এছাড়াও দেশের বিভিন্ন এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ব্যাপক তারতম্য রয়েছে এবং এখানে দেশের কিছু কিছু এলাকা ও জনগোষ্ঠী তাদের প্রয়োজনীয় সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই দেশের জনসংখ্যাকে স্থিতিশীল পর্যায়ে নিয়ে আসার লক্ষ্যে বিদ্যমান ১৯৭৬ সালে জনসংখ্যা নীতিকে বাস্তবতার প্রেক্ষিতে হালনাগাদ করা হচ্ছে। সরকার সম্প্রতি অন্তবর্তীকালীন দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের আলোকে উন্নয়ন কৌশল, অর্থনৈতিক বিকাশ, দারিদ্র বিমোচন এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করার পাশাপাশি প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণ এবং তদারকি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। গৃহীত কর্মসূচিগুলোর অন্যতম হলো, পছন্দ অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম জোরদার করা, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে যুব ও নারী সমাজ, ধর্মীয় গোষ্ঠী ও সেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্ত করা, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক শিক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা এবং গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উন্নয়ন সাধন।

কার্যক্রম

বাড়ি পরিদর্শন (Domicillary Service) কার্যক্রম

এ কার্যক্রমের আওতায় জাতীয় পর্যায় হতে ইউনিট পর্যায়ে পর্যন্ত বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনার অস্থায়ী পদ্ধতি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ প্রতি ২ মাসে একবার তার কর্ম এলাকা পরিদর্শন করে খাবার বড়ি ও কনডম বিতরণ ও মা এবং শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে। প্রতি ৬০০ জনগণের জন্য একজন করে পরিবার কল্যাণ সহকারী কর্মরত রয়েছেন এবং পরিবার কল্যাণ সহকারীর আওতাধীন সকল দম্পতি নিবন্ধণ/ নবায়ন করা হয়েছে। এ পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ বাড়ি পরিদর্শন করে পরিবার পরিকল্পনার অস্থায়ী পদ্ধতি (খাবার বড়ি ও কনডম) বিতরণ ও পরামর্শ প্রদান করছে। এরফলে Bangladesh Demographic & Health Survey-2007 অনুযায়ী খাবার বড়ি গ্রহীতার হার ২৮.৫, কনডম ৪.৫, ইনজেকশন ৭, আইইউডি ০.৯, পুরুষ বন্ধ্যাকরণ ০.৭, মহিলা বন্ধ্যাকরণ ৫ এবং ইমপ্ল্যান্ট ০.৭ এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়াও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির Unmat Need ১৮তে উন্নীত হয়েছে, যা এ কার্যক্রমের একটি বিরাট সাফল্য বলে মনে করা হয়। বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে অস্থায়ী পদ্ধতির অগ্রগতি নিম্নরূপ-

পদ্ধতির নাম	প্রজেকশন ২০০৯-১০	অর্জন মার্চ ২০১০	শতকরা হার
খাবার বড়ি	১০৩৮৩৯৯১	১০০৭৬৮৭৯	১৭.০৪%
ইনজেকটেবলস	৪০২৭০৯২	৩৫৫৫১০০	৮৮.২৮%
কনডম	১৬১৯৩৭৮	১৪২৪৩৭১	৮৭.৯৫%

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত এ সকল কর্মসূচির ফলে Bangladesh Demographic & Health Survey-2007 অনুযায়ী মোট প্রজনন হার ২.৭ এ নেমে এসেছে এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৫৫.৮% উন্নীত হয়েছে। যেখানে ১৯৭৫ সালে এ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৭.৭% এবং মোট প্রজনন হার ৬.৩।

এছাড়াও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে পুরুষের অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা এ কার্যক্রমের একটি বিরাট সাফল্য বলে মনে হয়। দেশব্যাপী বিভিন্ন বছরের পুরুষ ও মহিলার স্থায়ী পদ্ধতির তুলনামূলক অগ্রগতি নিম্নরূপ-

স্থায়ী পদ্ধতি	জুলাই '০৬-জুন '০৭	জুলাই '০৭-জুন '০৮	জুলাই '০৮-জুনঃ '০৯	জুলাই '০৯-মে '১০
মহিলা	১,০০,৪০৯	১,০৬,০৬৩	২,১৬,৪০০	১,২০৩৭৫
পুরুষ	৯১,২১৬	৯২,৯৯৪	১.১৬,৪০০	১,৫৩,৪০৪
মোট	১,৯১,৬২৫	১,৯৯.০৫৭	২,১৬,৪০০	২,৭৩,৭৭৯

ইমপ্ল্যান্ট পদ্ধতি চালু

গ্রহীতাদের পছন্দকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে বিভিন্ন পদ্ধতি রাখা হয়েছে। ইতোপূর্বে পরিবার পরিকল্পনায় ৬ রড বিশিষ্ট নরপ্ল্যান্ট পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। নরপ্ল্যান্টের উৎপাদন বন্ধ হওয়ার কারণে বর্তমানে ১ রড বিশিষ্ট ইমপ্ল্যান্টেশন পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে চালু করা হয়েছে এবং ২ রড বিশিষ্ট ইমপ্ল্যান্ট জেডিল কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য Acceptability ট্রায়াল করা হচ্ছে। ট্রায়ালের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে জেডিল পদ্ধতি কার্যক্রম চালু করা হবে।

ইসিপি সেবা

অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভ প্রতিরোধের জন্য সারাদেশে ইমারজেন্সী কন্ট্রাসেবটিভ পিল চালু করা হয়েছে। এটি অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ রোধ করে। এ পিল চালু হওয়ার পর জুলাই '০৮ হতে জুন '০৯ পর্যন্ত প্রায় ৫,৪০,০৮২ ডোজ এবং জুলাই '০৯ হতে '১০ পর্যন্ত প্রায় ২৯,৩৯৩ ডোজ ইসিপি বিতরণ করা হয়েছে।

মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

জনুনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির স্বাভাবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য এ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে এমসিএইচটিআই, আজিমপুর, এমএফএসটিসি, মোহাম্মদপুর, জেলা পর্যায়ে ৭০টি

মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা পর্যায়ে ৪২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এমসিএইচ-এফপি ইউনিট, ৩৬২২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং প্রায় ১০,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিক এবং প্রতিমাসে প্রায় ৩০,০০০টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে মা ও শিশু, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা দেয়া হচ্ছে। কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য ৬০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা ১০ থেকে ২০ এ উন্নীত করা হয়েছে। ১,৫০০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মান উন্নীত করা হয়েছে এবং আরও ৫০০টি কেন্দ্রের মান উন্নীতকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এমএফএসপিসি মোহাম্মদপুর ১০০ শয্যার এমসিএইচ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ হয়েছে এবং শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গ সেবা কার্যক্রম শুরু হবে। এছাড়া ঢাকা শহরের মিরপুরের লালকুঠিতে ১০০ শয্যার এমসিএইচআই নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, এমসিএইচটিআর, আজিমপুর এবং এমএফএসটিসি এর Performance নিম্নরূপ-

Year	MC-RH Services					
	ANC	PNC	Delivery	C-Section	General patient	Child care (0-5 Years)
২০০৭-২০০৮	৩৮৪৫৬০	৭৬৯৯৮	৪৯৬৪৭	১০৯৮৩	৫১২৭৪	৩৯২২৩৯
২০০৮-২০০৯	৩৭০০১৪	৮০৫৪১	৪৮৬১৭	১১৪০২	৪৫৭১৯২	৩৪৬২২৯
২০০৯-২০১০	২৮০০৫২	৬৮৫০৮	৪২২১৬	১০২৫৯	৩৪১৮৬১	২১০৪০৮
(মার্চ '১০ পর্যন্ত)						

Emergency Obstetric Care (EOC)

বর্তমানে ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC) ও মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (MCHTI), আজিমপুর, ঢাকায় জরুরী প্রসূতি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মা ও শিশু মৃত্যু রোধ করার জন্য এবং গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন জটিল রোগের সেবা প্রদানের জন্য ডিসেম্বর'২০০৯ পর্যন্ত ১৬০ জন মেডিক্যাল অফিসারকে ১ বছরের Obs/Gynae বিষয়ে, ১৫৫ জন মেডিক্যাল অফিসারকে ১ বছরের Anesthesia এবং ৪৯৫ জন Family Welfare Visitor (FWV) কে ৬ মাসব্যাপী OT management and Nursing Care বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC) ক্রমাগত গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন জটিলতার সেবার পরিমাণগত ও গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে, যা নিম্নে দেখানো হলো-

প্রসবকালীন সেবা	২০০৭ (জানু-ডিসে.)	২০০৮ (জানু-ডিসে.)	২০০৯ (জানু-ডিসে.)
সাধারণ ডেলিভারি	৫০,০৮৮	৪৭,৭৯১	৫১,৭৯৭
সিজারিয়ান সার্ভিস	১০,৬৭৩	১০,৯৩৮	১২,৬৭৩

কমিউনিটি ভিত্তিক সিএসবিএ প্রশিক্ষণ

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ ডেলিভারি, অদক্ষ ধাত্রী দ্বারা বাড়িতে হয়ে থাকে। এর ফলে মাতৃ ও শিশুমৃত্যু এবং প্রসবজনিত জটিলতা দেখা যায়। এ সমস্যা সমাধানকল্পে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার কমানোর জন্য বাড়ীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী কর্তৃক গর্ভ খালাসের জন্য অদ্যাবধি ৫৩৮২ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী ও মহিলা স্বাস্থ্য সহকারী ৬ মাসের সিএসবিএ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এরা সকলেই স্থানীয় বাসিন্দা এবং কমিউনিটিতে কর্মরত, এর ফলে এরা সহজে বাড়িতে প্রসবজনিত সেবা দিতে পারছেন- যা নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত ও মাতৃমৃত্যু শিশুমৃত্যু রোধ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। নিম্নে সিএসবিদের কার্যক্রমের অগ্রগতি দেখানো হলো-

ভায়া ও সিবিই কার্যক্রম

প্রাথমিক পর্যায়ে জরায়ুর মুখের ক্যান্সার ও স্তন ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য ৬০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার (ক্লিনিক) ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শকদের Cervical & Breast screening based on VIA and CBE এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং তারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে কাজ শুরু করেছেন। ২০১০ সালের মধ্যে অবশিষ্ট জেলাসমূহে ভায়া ও সিবিই কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে। নিম্নে এ কার্যক্রমের অগ্রগতি দেখানো হলো-

Serial	Total tenure	Total VIA Case screening	Positive	Negative
01	Jan-Dec 2009	84,426	80,674	3,752
02	Jan-Dec 2010	40,842	1,375	39,467

এছাড়াও ২০০৫-২০০৯ পর্যন্ত মোট ২,২০,১৪৪টি VIC Case screening করা হয়েছে।

এম আর প্রশিক্ষণ ও সেবা

চিকিৎসা, মহিলা উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শকদের এম আর-এর উপর মৌলিক ও রিফ্রেসারস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে মাতৃমৃত্যু ও মাতৃজনিত অসুস্থতা যেমন- Unsafe Abortion কমানোতে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

দুর্গম এলাকায় বিশেষ কার্যক্রম

সহস্রাব্দের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (MDG) পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন পরস্পর সম্পর্কিত হলেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ কার্যক্রমের প্রয়োজন হয়। সে কারণে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সূচনা হয়েছে এবং বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এ কর্মসূচি অব্যাহত রেখে আরও গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এ জন্য দেশের ভৌগলিক অবকাঠামো ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিচারে দেশে সকল এলাকায় একই ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে এ কর্মসূচির সার্বিক সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। এ জন্য অগ্রগতি ও দুর্গম এলাকা এবং নদীবহুল ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে নৌকা বা অন্য যানবাহনের ভাড়া প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া জনসাধারনের দোরগোড়ায় আইইউডি সেবা প্রদান করার জন্য মেরী স্টোপস্ ক্লিনিক ১৬টি রোভিং টিমের মাধ্যমে আইইউডি (IUD) সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বরিশাল জেলায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাঠকর্মীদের মাধ্যমে নরমাল ডেলিভারির পর আইইউডি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

নিয়োগ ও পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্য

২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতায় ১৭টি কর্মকর্তা ও ৪১৯৬টি কর্মচারীর শূন্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১০ পর্যন্ত পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	শ্রেণী	সংখ্যা	মন্তব্য
০১	প্রথম শ্রেণী	নাই	
০২	দ্বিতীয় শ্রেণী	নাই	
০৩	তৃতীয় শ্রেণী	১৬০জন	দ্বিতীয় শ্রেণীতে পদোন্নতি
		৫০জন	তৃতীয় শ্রেণী পদোন্নতি
০৪	চতুর্থ শ্রেণী	১১ জন	তৃতীয় শ্রেণী পদোন্নতি
	মোট	২২১ জন	

০৮/১১/২০০৯ তারিখের মন্ত্রণালয়ের ডিপিসি'র সভায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ১৮জন দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।

২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ১৫০০টি মান উন্নীত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে নৈশকালীন নিরাপত্তার জন্য ১৫০০ জন আনসার/ভিডিপি সদস্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যক্রম

জাতীয় জনসংখ্যা বিষয়ক সার্বিক কার্যক্রমের ২০১০-১১ অর্থবছরের শৃঙ্খলাজনিত হালনাগাদ কার্যক্রমের তথ্য নিম্নরূপ-

সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাঃ

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থা-সমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রীট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সংখ্যা
০২ (সম্পত্তি সংক্রান্ত)	রীট মামলা-১৮ টি এ,টি মামলা-৪৬ টি	

পেনশন সংক্রান্ত তথ্য

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জানুয়ারী ২০০৯ হতে ২০১০ পর্যন্ত ২১৮টি অবসরোত্তর ছুটি (পিআরএল) এবং ২১১টি পেনশন কেস নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অগ্রগতি

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতায় সর্বমোট উত্থাপিত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৩,৭৩০টি এবং এর সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ ২৪৪,৯৬,৫৮,৯৫৩ টাকা। এর মধ্যে ৪,৬৮২টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে এবং নিষ্পত্তিকৃত টাকার পরিমাণ ২০৩,৭৫,৫২,৬৬৫.৬৭ টাকা। এছাড়াও সারাদেশে স্বল্প মেয়াদী পদ্ধতিসমূহের কর্মীভিত্তিক পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করা হয়েছে এবং কম অগ্রগতি সম্পন্ন এলাকার কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়াও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক অগ্রগতি বৃদ্ধির জন্য ৬৪টি জেলার পারফরমেন্স অডিট টিম গঠনপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জনস্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে থাইল্যান্ড, বৃটেন ও অস্ট্রেলিয়ায় উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য নিম্নরূপ-

ক্রমিক নং	অর্থবছর	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
০১	২০০৭-০৮	১০জন	প্রতি বছর গড়ে ৫ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন সরকারি বৃত্তি নিয়ে বিদেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে।
০২	২০০৮-০৯	১৯জন	

উচ্চ শিক্ষার পাশাপাশি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিদেশে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার তথ্য নিম্নরূপ-

ক্রমিক নং	অর্থবছর	স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
০১	২০০৭-০৮	১৯৪জন	বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য HRM -DGFP কর্মসূচির অধীনে পরবর্তী সেক্টর প্রোগ্রামে (২০১১-১৬) বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
০২	২০০৮-০৯	১৫৭জন	
	মোট	৩৫১জন	

- Gender Youth Friendly Services, Male Involvement and Management of VAW including IPC training অদ্যাবধি ৪১টি মাও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের চিকিৎসক ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শকদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- Safe Blood Transfusion Training : ১০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের চিকিৎসক ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শকদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- কমিউনিটিভিত্তিক সিএসবিএ প্রশিক্ষণ : অদ্যাবধি ৫৩৫২ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী ও মহিলা স্বাস্থ্য সহকারী ছয় মাসের সিএসবিএ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। তারা কমিউনিটিতে কর্মরত। এর ফলে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত হবে।
- পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) দের মিডওয়াইফারী প্রশিক্ষণ : ১৪৭৪ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) কে ছয় মাসব্যাপী মিডওয়াইফারী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের ধাত্রী বিদ্যায় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে মৌলিক জরুরী প্রসূতি সেবা প্রদানে সহায়ক হবে।
- জরুরী প্রসূতি সেবা : মে, ২০১০ পর্যন্ত ১৬০ জন ডাক্তারকে অবস/গাইনির উপর ও ১৫৫ জন ডাক্তারকে এনেসথেসিয়ার উপর ১ (এক) বৎসর মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৪৯৫ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) কে ৬ (ছয়) মাস মেয়াদী ওটি ব্যবস্থাপনা ও নার্সিং কেয়ার-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের অগ্রগতি

- নবদম্পতিদের নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা : নিম্ন অগ্রগতি সম্পন্ন উপজেলায় নববিবাহিত ও কম সন্তানের দম্পতিদের নিয়ে ৬৬টি পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং দেরিতে সন্তান নেয়া বিষয়ক অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ইমাম ও ম্যারেজ রেজিস্টারদের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম অবহিতকরণ সভা : ম্যারেজ রেজিস্টারদের বাল্য বিবাহ রোধ, দেরিতে বিবাহ করার বিষয়ে নবদম্পতিদের উদ্বুদ্ধকরণ, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, জেন্ডার ও এইডস বিষয়ে জেলা পর্যায়ের ১৫৬টি অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ইমাম ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ইসলামের আলোকে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে একদিনের অবহিতকরণ কর্মশালা করা হয়েছে।

জনসংখ্যা দিবস ও সেবা সপ্তাহ উদযাপন

দেশব্যাপী জনসংখ্যা দিবস ২০০৯ উদযাপন করা হয়েছে এবং সেবা সপ্তাহ ২০১০ এবং জনসংখ্যা দিবস ২০১০ উদযাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি হালনাগাদকরণ

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে জনসংখ্যা নীতি যুগোপযোগীকরণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উল্লেখ আছে এবং ২০২১ সালের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৮০% এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এজন্য বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি ২০০৯ এর খসড়া তৈরি করা হয়। এ খসড়া পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে এবং এর ওপর মতামত প্রদানের জন্য ৩টি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সর্বসাধারণকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বর্তমান এ খসড়া নীতির ওপর কর্মশালার মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারগণের মতামত নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ৬টি কর্মশালা, ঢাকায় পেশাজীবী ও সাংবাদিকদের নিয়ে একটি কর্মশালা এবং জনসংখ্যা পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ১টি কর্মশালাসহ মোট ৮টি কর্মশালার আয়োজন করা হবে।

লোকাল লেভেল প্লানিং

পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান স্থানীয় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উপজেলাভিত্তিক লোকাল লেভেল প্ল্যানিং (এলএলপি) কার্যক্রম প্রবর্তিত হয়েছে। জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় প্রয়োজনভিত্তিক বাস্তবসম্মত এবং কার্যকর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেবা প্রদানের লক্ষ্য অর্জন করাই লোকাল লেভেল প্ল্যানিং (এলএলপি) এর উদ্দেশ্য। লোকাল লেভেল প্ল্যানিং এর টুলকিট সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করে নতুন সংস্করণে ২০১০-২০১১ অর্থবছরের জন্য স্থানীয় পর্যায় পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম চলছে। এ পর্যন্ত (মে ২০১০) ৬টি পাইলট জেলার এলএলপি অবহিতকরণ কর্মশালা, জনঅংশগ্রহণ কর্মশালা এবং এলএলপি সমন্বিতকরণ কর্মশালার মাধ্যমে আগামী ২০১০-২০১১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

বেসরকারি সংস্থার অন্তর্ভুক্তিকরণ

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে সহায়তা দেয়ার জন্য বেসরকারি সংস্থাসমূহ বিভিন্ন জেলায় কাজ করে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ১৭৯টি বেসরকারি সংস্থার অধির্ভুক্তি নবায়ন করা হয়েছে। বর্তমান বছরে (২০০৯-২০১০) মে পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ১৩টি বেসরকারি সংস্থাকে অধির্ভুক্তি প্রদান করা হয়েছে।

সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন

সিটিজেন চার্টার প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলিকে User friendly করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

Organogram of DGFP
(Sanction Post-52367)

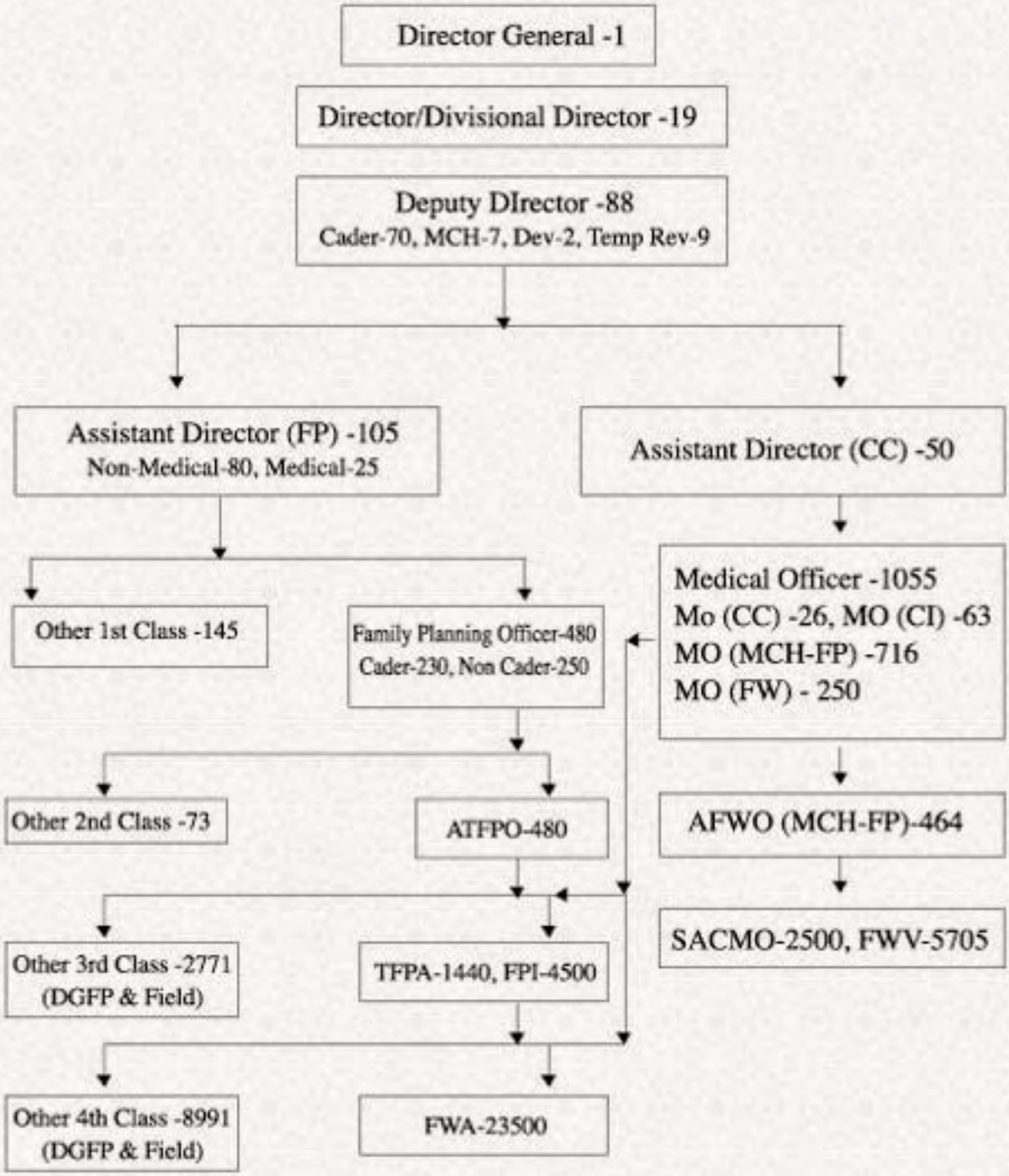

ক্রমিক	পদের নাম	বেতন গ্রেড	অনুমোদিত পদ		মোট
ক. প্রথম শ্রেণীর পদ			রাজস্ব	উন্নয়ন	
	মহাপরিচালক	৩	১	০	১
	পরিচালক/সমমানের পদ	৪	১৭	২	১৯
	উপপরিচালক/সমমানের পদ	৫	৭৫	১৩	৮৮
	সহকারী পরিচালক/সমমানের পদ	৬	১৫৪	৬	১৬০
	অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর পদ	৭, ৮ এবং ৯	১৬২৪	২০	১৬৪৪
	বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা) ক্যাডারের ১০% লিভ রিজার্ভ পদ	৫, ৬, ৭ এবং ৯	৩১	০	৩১
	উপ মোট (ক)		১৯০২	৪১	১৯৪৩
খ. দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ					
	দ্বিতীয় শ্রেণী	১০	৯৯৩	২৪	১০১৭
	উপ মোট (খ)	১০	৯৯৩	২৪	১০১৭
গ. তৃতীয় শ্রেণীর পদ					
	তৃতীয় শ্রেণী	১১,১২,১৩, ১৪,১৫,১৬	১৬৮২৮	৯৩	১৬৯২১
	উপ মোট (গ)		১৬৮২৮	৯৩	১৬৯২১
ঘ. চতুর্থ শ্রেণীর পদ					
	চতুর্থ শ্রেণী	১৭,১৮, ১৯,২০	৩২৪৫৭	২৯	৩২৪৮৬
	উপ মোট (ঘ)		৩২৪৫৭	২৯	৩২৪৮৬
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		**৫২১৮০**	**১৮৭**	**৫২৩৬৭**

২০০৯-১০ অর্থ বছরের বাজেট, ব্যয়, সমর্পণ

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়	উদ্বৃত্ত/সমর্পণ	মন্তব্য
	রাজস্ব খাত					
৪৫০১	অফিসারদের বেতন	২১২৮৬৫	২৪২০২৩	২১১১৫৯	৩০৮৪৪	
৪৯০১	প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন	৩৩৮০২৬৮	৪৩০০০০০	৩৯৮৭৫৮৭	৩১২৪১৩	
৪৭০০	ভাতাদি	-	-	-	-	
৪৭০১	মহার্ঘ ভাতা	৭১৮৬২৭	০	২৯২৭৪৪	-২৯২৭৪৪	
৪৭০৫	বাড়ি ভাড়া ভাতা	১৩২৪৬৭১	৩২২৪৬৭১	১৩৩৮৬৭৩	-১৪০০২	
৪৭০৯	প্রান্তিক বিনোদন ভাতা	১২২৫০০	১২২৫০০	৩৭৮৯৫	৮৪৬০৫	
৪৭১০	উৎসব ভাতা	৪৯৮৮৫৬	৫০০০০০	৫০৪৭১৭	-৪৭১৭	
৪৭১৭	চিকিৎসা ভাতা	২৬৪৬০৬	২৬৪৬০৬	২৫২২৩০	১২৩৭৬	
৪৭৫৫	টিফিন ভাতা	৬১০৮৮	৫১০৮৮	৪৭২৫৮	৩৮৩০	
৪৭৫৬	যাতায়াত ভাতা	১২০০	১২০০	৮৪৫	৩৫৫	
৪৭২১	বিল ভাতা	১৮৪৯৪৪	১৮৪৯৪৪	১৮১৬৭	৩২৭	
৪৭২৫	ধোলাই ভাতা	৩০৬৯	৩০৬৯	৩১৯১	-১২২	
৪৭৩৩	আপ্যায়ন ভাতা	০	০	০	০	
৪৭৩৭	দারিত্ব ভাতা	১৫০	৭০০	১২১৫	-৫১৫	
৪৭৭৩	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	০	-	-	০	
৪৭৭৫	পোশাক ভাতা	০	-	০	০	
৪৭৯৫	অন্যান্য ভাতা	০	১০০০	০	১০০০	
	উপমোট	৩১০৩২৬১	২২৮৭৩২৮	২৪৯৬৮৩৫	-২০৯৬০৭	
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	-	-	-	-	
৪৮০১	ভ্রমণ ভাতা	১১৫০০০	১১৫০০০	১১২১৮৯	২৮১১	
৪৮০২	বদলি ভ্রমণ ব্যয়	০	০	০	০	
৪৮০৩	আহকর	৬০০০	৮০০০	৩২১৯	২৭৮১	
৪৮০৫	ওভারটাইম	৫০০	৫০০	৪১৫	৮৫	
৪৮০৬	ভাড়া অফিস	৬০০	৬০০	২২৭	৩৭৫	
৪৮১০	পৌরকর	১৫০	১৫০	৬০	৯০	
৪৮১১	ভূমিকর	০	০	০	০	
৪৮১৩	পিওএল বিলে মাশুঃ অ্যাট	০	০	০	০	
৪৮১৫	ডাক	১১০০	১০০০	৩১৫	৬৮৫	
৪৮১৬	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার	৪০০০	৩০০০	২০২৮	৯৭২	
৪৮১৮	রেজিস্ট্রেশন ফি	০	০	০	০	
৪৮১৯	পানি	১০০	১০০	৮৫	১৫	
৪৮২১	বিদ্যুত	২০০০	২০০০	১২১৪	৭৮৬	
৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানি	০	০	০	০	
৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট(২.২৫% হারে)	৩৫০	৩৫০	২৩৫	১১৫	
৪৮২৮	ষ্টেশনারি, সীল/স্ট্যাম্প	০	০	০	০	
৪৮৩১	বইপত্র সাময়িকি	০	০	০	০	
৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৫০	৫০	৩৬	১৪	
৪৮৩৬	ইউনিফর্ম/লিভারিজ	৬০০০	৬০০০	৫৮১৭	১৮৩	
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ	০	০	০	০	
৪৮৫১	অনিয়মিত শ্রমিক	০	০	০	০	
৪৮৫৪	ব্যবহার্য	০	০	০	০	
৪৮৬৫	জল্পনিরোধক সামগ্রী	০	০	০	০	
৪৮৬৮	চিকিৎসা ও অন্য চিকিৎসার সরঃ	০	০	০	০	
৪৮৬৯	চিকিৎসা ব্যয়	০	০	০	০	
৪৮৭২	পথ্য	০	০	০	০	
৪৮৭৫	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	০	০	০	০	
৪৮৮৬	বন্ধকরণ, আইইউডি ও ইমপ্লান্ট	২৫০০০০	৩০০০০০	১৬৮০৪২	১৩১৯৫৮	
৪৮৮৩	সম্মানিভাতা/ফি/পারিশ্রমিক	০	০	০	০	
৪৮৮৮	কম্পিউটার সামগ্রী	৭৫০	৭৫০	৭৫০	০	
৪৮৮৪	পরীক্ষা ফি/পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়	০	০	-	০	
৪৮৯৯	অন্যান্য	২০০০০	২০০০	১৯৪৩৮	৫৬২	
	উপমোট	৪০৬৮০০	৪৫৭৫০০	৩১২৪১৮	১৪৫০৮২	
৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ	-	-	-	-	
৪৯০১	মোটর যানবাহন	২০০	২০০	১৯০	১০	
৪৯০৬	আসবাবপত্র	-	০	০	০	
৪৯১১	কম্পিউটার ও অফিস সরঃ	২২৬	২২৬	১৫৭	৭২	
৪৯১৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	-	-	০	০	
৪৯২১	অফিস ভবন	-	-	০	০	
	উপমোট	৪২৬	৪২৬	৩৪৪	৮২	
৬৬০০	স্টোক বরাদ্দ	-	-	-	-	
৬৬০১	সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প	-	-	০	০	
৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়	-	-	০	০	
৬৮০১	অফিস ভবন	-	-	০	০	
৬৮০৭	যানবাহন	-	-	০	০	
৬৮১৩	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	-	-	০	০	
৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	-	-	০	০	
৬৮২১	আসবাবপত্র	২০০০০	২০০০০	১৫৬৫৫	৪৩৪৫	
৬৮২৩	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	-	-	০	০	
	উপমোট	২০০০০	২০০০০	১৫৬৫৫	৪৩৪৫	
৬৯০০	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	-	-	-	০	
৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	-	-	-	০	
	উপমোট	০	০	০	-	
৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত	-	-	-	০	
৭০০৬	অফিস ভবন(উপজেলা প.প.অফিস)	-	-	-	০	
	উপমোট	০	০	০	০	
মোট প্রাক্কলন ২৭৮৭ উপজেলা জরু নিঃ কার্যালয়		৭১২৩৪২০	৭৩০৭২৭৭	৭০২৪০৯৮	২৮৩১৭৯	

স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতির অগ্রগতি

২০০১-১০ অর্থবছরে বিগত ১১ মাসে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতির অগ্রগতি নিম্নরূপ-

পদ্ধতির নাম	লক্ষ্যমাত্রা (জুলাই '০৯-মে '১০)	অর্জন	শতকরা হার
স্থায়ী পদ্ধতি	৩,৬৬,৬৬৭	পুরুষ-১,৫১,৩৬৬	৭৩.৯%
		মহিলা-১,১৯,৯৬৭	
আইইউডি	৪,৫৮,৩৩৪	২,১৩,৬১৯	৪৬.৬০%
ইমপল্যান্ট	১,৮৩,৩৩৪	৩৪,৯৬৪	১৯.০৭%

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সরকারের অগ্রাধিকারভিত্তিক বেঞ্চমার্ক ও লক্ষ্যমাত্রাসহ সূচক-

সরকারের অগ্রাধিকার-ভিত্তিক উদ্দেশ্য	পরিমাপকের একক	ভিত্তিকাল (সময় ও সূত্রসহ উৎস)	অর্জন (সময় ও সূত্রসহ উৎস)	প্রক্ষেপিত লক্ষ্যমাত্রা ২০১১ পরবর্তী সময়)
পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার বৃদ্ধি (CPR)	সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রক সামগ্রী ব্যবহার	৭.৭ (Ub the year-1975)	৫৫.৮(BDHS-2007)	৭২
মোট প্রজনন হার হ্রাস (TER)	একজন মহিলার সমগ্র জীবনে বয়ক্রমিক প্রজনন হার Lifetime number of births per woman at current period age-specific fertility rate	৬.৩ (in the year-1975)	২.৭ (BDHS-2007)	২.২
মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস (MMR)	দক্ষ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে প্রসবকালীন সেবা প্রদানের হার prporiions of birth attended by skill health personnel	১৫.৫% (BDHS-2004)	১৮.০% (BDHS-2007)	৪৩%
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	জনসংখ্যার বার্ষিক পরিবর্তনের হার (জন্ম, মৃত্যু, অভিবাসনজনিত কারণে উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি) The average annual percent change in the popualtion, resulting from a surplus 9 or deficit) of births over deaths & the balance of migranta entering and leaving the country.	১.৪% (MTBF 2008-11)	১.৩৫% (MTBF 2008-11)	১.২০%

সরকারের অগ্রাধিকার-ভিত্তিক উদ্দেশ্য	পরিমাপকের একক	ভিত্তিকাল (সময় ও সূত্রসহ উৎস)	অর্জন (সময় ও সূত্রসহ উৎস)	প্রক্ষেপিত লক্ষ্যমাত্রা ২০১১ মধ্যবর্তী সময়)
	অপুষ্টি-হ্রাস (৬ থেকে ৫৯ মাসের শিশুর কম ওজনের হার) underweight children age 6 to 59 months.	৫০.৯% কম ওজনের হার Child Nutrition Survey of Bangladesh-2000)	৪৬.৩% (BDHS-2007)	৩৬%
এক বছরের নিচে এবং ৫ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার	প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১ বছরের নিচে শিশু মৃত্যু	৬৫.০ (BDHS-2004)	৫২ (BDHS-2007)	৩৭
	প্রতি ১ হাজার জীবিত জন্মে ৫ বছরের নিচে শিশু মৃত্যু	৮৮.০ (BDHS-2004)	৬৫ (BDHS-2007)	৫২
HIV/AIDS এর ঝুঁকি হ্রাস (পরামর্শ প্রদানকৃত)	১৫-২৪ বছরের গর্ভবতী মহিলাদের HIV প্রতিরোধ মহানগরীর ৪% আইইউডি গ্রহীতা ব্যতীত)	১% উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন জনগোষ্ঠী (ঢাকা		

এমআইএস ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

আইসিটি বিষয়ক গৃহীত কার্যক্রম ঃ

- সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে।
- অধিদপ্তরের সকল ইউনিটে Local Area Network (LAN) সহ ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে।
- এমআইএস ইউনিটের ৩টি সাব সিস্টেমের মাধ্যমে Logistics Management Information System (LMIS)-কে Web Based করা হয়েছে এবং LMIS প্রতিবেদনের ডাটা কেন্দ্রীয়/আঞ্চলিক পন্যাগার হতে সরাসরি ওয়েবে লিপিবদ্ধ করা হয়।
- মাসিক প্রতিবেদনের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম আরো দ্রুত ও সহজতর করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অবশিষ্ট ২টি সাব সিস্টেম, যথা Service Statistics (ss) & personnel Management Information System (PMIS) কে ও Web Based করা হয়েছে। জেলা হতে সরাসরি মাসিক অগ্রগতির ডাটা ওয়েবে লিপিবদ্ধ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে দ্রুততম সময়ে মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন প্রকাশ সম্ভব হবে।
- অধিদপ্তরাধীন সকল কর্মকর্তার Personal Data Sheet (PDS) ওয়েব সাইটে দেওয়া হয়েছে। কর্মকর্তাগণ ওয়েব সাইটের মাধ্যমে তাদের PDS দেখতে পাবেন। পিডিএস এ কোন ভুল/সংশোধনী থাকলে কর্মকর্তাগণ তা দেখে দ্রুত সময়ে এমআইএস ইউনিটকে অবহিত করতে পারেন।
- যে কোন Browser এ গিয়ে www.dgfpmis.org লিখে এমআইএস ইউনিটের ৩টি সাব সিস্টেম ব্রাউজ করা যায়।
- সকল বিভাগ ও জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, Mohammadpur Fertility Services and Training Center (MFSTC) এবং ঢাকা পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিটিসিএল হতে ব্রড ব্যান্ড ইন্টারনেট দেয়া হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ইন্টানেট সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে সকল উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের মডেম এবং সিম সরবরাহ করা হয়েছে।
- ২০১১-২০১২ অর্থবছরে সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে ল্যাপটপ সরবরাহের লক্ষ্যে ৬৩০ সেট ল্যাপটপ ক্রয়/সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- ২০১১-২০১২ অর্থবছরে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের ৪৫৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে কম্পিউটারের উপর মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া এমআইএস ইউনিটের ৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে স্থানীয়ভাবে উচ্চতর কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ৩টি ওয়েব বেইজড সফটওয়্যার প্রস্তুত/আপগ্রেড করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া চলিত অর্থবছরে Maternal Child Health and Training Institute (NCHTI) আজিমপুর ঢাকা-কে Automation করার কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ঃ

- ২০১২-২০১৬ অর্থবছরে ২০৭০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের (UH & FWC) জন্য ল্যাপটপ সংগ্রহ এবং ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদনসহ সকল প্রকার তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা সম্ভব হবে।
- দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১২-২০১৬ অর্থবছরে সদর দপ্তর, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের ২৫৩০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে কম্পিউটারের উপর মৌলিক এবং এমআইএস ইউনিটের ২০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্থানীয়ভাবে উচ্চতর কম্পিউটার প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা রয়েছে।
- ২০১২-২০১৬ অর্থবছরে ২৮টি ওয়েব বেইজড সফটওয়্যার প্রস্তুত/আপগ্রেড করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- এমআইএস ইউনিটের ৩টি সাব সিস্টেমের মধ্যে Logistics Management Information System (LMIS) এর মত অবশিষ্ট ২টি সাব সিস্টেম যথা Service Statistics (ss) & Personnel Management Information System (PMIS) কে ও আপগ্রেড করার পরিকল্পনা রয়েছে।
- ২০১২-২০১৬ অর্থবছরে Mohammedpur Fertility Services and Training Center (MFSTC)-কে Automation করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় বাস্তবায়ন

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে-

- ৪৬৭টি উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে টেলিফোন সংযোগ দেয়া হয়েছে।
- ৩০৩টি উপজেলায় কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল জেলা ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে ইন্টারনেট (Internet) সংযোগ ও জেলা কার্যালয়ে Fax সংযোগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- ২২টি আঞ্চলিক পণ্যাগার ইন্টারনেট (Internet) সার্ভিসের আওতায় আনা হয়েছে। যার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে পণ্যাগারের কার্যক্রম মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে।
- ৪২৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কম্পিউটার বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের গুণগতমান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার এবং ১০০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু স্বাস্থ্য হাসপাতাল

ভূমিকা

মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক উন্নতর সেবা প্রদান ও এতদসম্পর্কিত প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সাল হতে সরকারের বিশেষ প্রকল্প হিসাবে মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৩০ জুন, ১৯৯৯ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প হিসাবে ৩য় পর্যায়ের মেয়াদ শেষে গত ১লা জুলাই ১৯৯৯ সাল হতে সরকারের রাজস্বখাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কেন্দ্রটি দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা রোধে এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনের লক্ষ্যে অগ্রযাত্রা শুরু করে। পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, পরামর্শ ও সহায়তা দান, গবেষণা কার্যক্রম, ফলোআপ পদ্ধতি, সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসক ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের প্রশিক্ষণদান, সর্বোপরি পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে এটি একটি জনপ্রিয়, নির্ভরযোগ্য, আস্থাভাজন ও আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুনাম অর্জন করে। প্রতি বছর এ কেন্দ্রে ৫০,০০০ এর অধিক দম্পতি আগমন করে থাকে, যার শতকরা ৮০ জনই মধ্য ও নিম্নবিত্ত পরিবারের দম্পতি। বর্তমানে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি রোধ, প্রসবকালীন মায়েদের মৃত্যুহার, শিশু মৃত্যু হার ইত্যাদি কমিয়ে আনা এবং গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহারের হার উন্নীত করার উদ্দেশ্য নিয়ে সহায়ক শক্তি হিসেবে কেন্দ্রটি উন্নত ও আধুনিক মানের সেবা প্রদান করে আসছে।

কেন্দ্রের বিদ্যমান কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধিকল্পে অত্র প্রতিষ্ঠানে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু স্বাস্থ্য হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। হাসপাতালটিতে গত ১০/১০/১০ ইং তারিখে পূর্ণাঙ্গ ডেলিভারি ও ইওসি কার্যক্রম চালুসহ এতদসম্পর্কিত মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবার সার্বিক কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এ ছাড়াও বিশেষ কার্যক্রম হিসাবে ইনফার্টিলিটি সেবা অর্থাৎ নিঃসন্তান দম্পতিদের সেবা কার্যক্রম চালু আছে। দেশের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ দম্পতি এ সমস্যায় ভুগছে। উক্ত সমস্ত দম্পতিদের সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে অত্র হাসপাতালে প্রাথমিক পর্যায়ে নিঃসন্তান দম্পতিদের সেবা দিয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নতর সেবা দানের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

কেন্দ্রের মূল কার্যক্রমসমূহ

ক. পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সেবা:

- খাবার বড়ি ও ইসিপি বিতরণ
- কনডম বিরতণ
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ ইনজেকশন প্রয়োগ
- ইমপ্লান্ট ইনসারশন ও রিমুভাল
- আই ইউ ডি ইনসারশন ও রিমুভাল
- টিউবেকটমি ও
- ভ্যাসেকটমি/এনএসভি

খ. মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা

- গর্ভবতী ও গর্ভোত্তর মায়েদের সেবা
- ডেলিভারি/প্রসবকালীন সেবা (২৪ ঘন্টা)
- সিজারিয়ান অপারেশন (২৪ ঘন্টা)
- ০-৫ বৎসর বয়সী শিশুদের প্রাথমিক সমস্ত রোগের চিকিৎসা
- মা ও শিশুদের টিকা
- মা ও শিশুদের পুষ্টি সেবা
- মা ও শিশুদের অন্যান্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা
- কিশোর কিশোরীদের বয়োসন্ধিকালীন পরামর্শ এবং চিকিৎসা সেবা
- মহিলাদের বিভিন্ন যৌন রোগের চিকিৎসা সেবা
- গর্ভপাত পরবর্তী সেবা
- ভায়া পরীক্ষা ও
- এম আরসহ উল্লেখিত সেবার জটিলতা বিষয়ক সমস্ত সমস্যার রেফারেল

গ. অন্যান্য সেবাসমূহ

- প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা
- আল্ট্রাসনোগ্রাফি
- কাউন্সিলিং
- এছাড়াও বিশেষ কার্যক্রম হিসাবে ইনফার্টিলিটি সেবা অর্থাৎ নিঃসন্তান দম্পতিদের সেবা কার্যক্রম চালু আছে।

ঘ. ডাক্তার এবং প্যারামেডিক্সদের বিভিন্ন ধরনের ক্লিনিক্যাল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

- ভিএসসি এবং RTI/STI, HIV/AIDS
- ইমপ্লান্ট
- আই ইউ ডি
- এম আর ট্রেনিং
- ইনফেকশন প্রিভেনশন
- কাউন্সিলিং
- পোস্ট এবরশন কেয়ার (PAC)
- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ফিল্ড ওয়ার্ক এর উপর প্রশিক্ষণ
- বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল কার্যক্রমের উপর গবেষণা।

জনবল এবং কর্মবণ্টন

নবনির্মিত ১০০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু স্বাস্থ্য হাসপাতাল নির্মাণের ফলে অত্র প্রতিষ্ঠানে মা-শিশু ইউনিট, এ্যানেসথেসিয়া ইউনিট, ব্লাড ট্রান্সফিউশন ইউনিট, ইমেজিং ইউনিটি, পূর্ণাঙ্গ প্যাথলজি ইউনিটসহ অন্যান্য সহায়ক ইউনিটকে শক্তিশালীকরণের জন্য বিদ্যমান ৮৭ জনবলের অতিরিক্ত আরও মোট ৬৫টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমানে অত্র কেন্দ্রে অনুমোদিত মোট পদ ১৫২টি। তন্মধ্যে ৭৭টি পদ স্থায়ী, ৫২টি পদ অস্থায়ী এবং ১৩টি পদ আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মোট ১৫২টি পদের মধ্যে ১ম শ্রেণীর ২৭টি, ২য় শ্রেণীর ৯টি, ৩য় শ্রেণীর ৬৯টি, ৪র্থ শ্রেণীর ৩৪টি এবং ১৩টি পদ আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণের জন্য সৃষ্ট পদ।

২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থবছরে আর্থিক বরাদ্দ ও ব্যয় (অনুন্নয়ন)

হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম নির্বাহের জন্য গত ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত বাজেট কোডে মোট টাকা ১,৪৭,৫৭,০০০/= টাকার অনুন্নয়ন বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে মোট টাকা : ১,৩৭,২৬,৩৫৬/= ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ ৯৩% অর্থ ব্যয় হয়েছে। অপরদিকে হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম নির্বাহের জন্য গত ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত বাজেট কোডে মোট টাকা : ২,০২,৯৬,০০০/= টাকার অনুন্নয়ন বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে মোট টাকা : ১,৭৬,২৯,১৮৮/= ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ ৮৭% অর্থ ব্যয় হয়েছে।

গত ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থবছরে সম্পাদিত সেবা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম-

ক্রমিক	সেবার নাম	জুলাই/০৮-জুন/০৯ পর্যন্ত ক্লায়ান্টসকে প্রদত্ত সেবা	জুলাই/০৯-জুন/১০ পর্যন্ত ক্লায়ান্টসকে প্রদত্ত সেবা
১	পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সেবা	১৮৮৩৭	১৫৩৮৮
২	মা ও শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সেবা	১৮৯৫৮	১৩৭১১
৩	পুষ্টি বিষয়ক সেবা	৩৯১৮	৩৯৮০
৪	ল্যাবরেটরি সেবা	১১২২৬	১০৬২৮
৫	আল্ট্রাসনোগ্রাফি সেবা	২৩৫	২৯৭৭
৬	ইনফার্টিলিটি সেবা	৭৩৮	৫৪৮
৭	জেনারেল পেশেন্ট	১০৪৫৪	১১৬৪৭
	মোট=	৬৬৪৬৬	৫৮৮৭৯
১	প্রশিক্ষণ	১৫২	১৫০
	সর্বমোট=	৬৬৬১৮	৫৯০২৯

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

কেন্দ্রটি দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা রোধে এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনের লক্ষ্যে অগ্রযাত্রা শুরু করে। গত ১০/১০/১০ইং তারিখে নবনির্মিত ১০০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু স্বাস্থ্য হাসপাতালে পূর্ণাঙ্গ ডেলিভারি ও ইওসি কার্যক্রম চালুসহ এতদসম্পর্কিত মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার সার্বিক কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বিশেষ কার্যক্রম হিসাবে ইনফার্টিলিটি সেবা অর্থাৎ নিঃসন্তান দম্পত্তিদের সেবা কার্যক্রম চালু আছে। দেশের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ দম্পতি এ সমস্যায় ভুগছে। উক্ত দম্পতিদের সেবা প্রদানের উদ্দেশে এ হাসপাতালে প্রাথমিক পর্যায়ে নিঃসন্তান দম্পত্তিদের সেবা দিয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নত সেবা দানের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া এ প্রতিষ্ঠানে সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসক ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত আছে।